জামিনদারের অঙ্গীকারনামা

আমি ..... পিতাঃ ..... গ্রামঃ .....পোস্টঃ ..... থানাঃ .....জেলাঃ ..... এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করিতেছি যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ঋণ গ্রহীতা জনাব.....পদবীঃ.....বিভাগ/দপ্তরঃ..... জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আমার স্বামী/স্ত্রী/সহকর্মী/..... । আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১. আমি জনাব..... পিতা.....মাতা.....পদবী.....দপ্তর/বিভাগ..... কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংক লিঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় হোলসেল সাধারণ জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত বাবদ গৃহীত ঋণের কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হইলে উক্ত ঋণের সমুদয় অর্থ (সুদসহ) ঋণের নীতিমালা মোতাবেক বিরতিহীন ভাবে বা এককালীন পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবো।

২. ঋণ অবশিষ্ট টাকা থাকা অবস্থায় ঋণ গ্রহণকারী চাকুরীচ্যুত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা সুদ-আসলে তাহার আনুতোষিকের প্রাপ্য টাকা হইতে ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পুনঃনির্ধারিত হারে এককালীন পরিশোধিত না হইলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত নিয়মে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

৩. সুদ আসল সহ ঋণের সমুদয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আদায় করা সম্ভব না হইলে আমার প্রাপ্য আনুতোষিক, গোষ্ঠি বীমা, কল্যাণ তহবিল বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তন করিতে পারিবে।

৪. আমার প্রাপ্য আনুতোষিক, গোষ্ঠি বীমা, কল্যাণ তহবিল বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ হইতে ঋণ গ্রহণকারীর অপরিশোধিত ঋণ (সুদ-আসলসহ) পরিশোধ না হইলে আমি আমার নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকিব। এক্ষেত্রে আমার ওয়ারিশগণ কর্তৃক কোন বাধা গ্রাহ্য হইবে না এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৫. জনাব..... এর অবর্তমানে ঋণ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পুনঃনির্ধারিত হারে সুদ-আসলে আমার ওয়ারিশগণ দিতে বাধ্য থাকিবে এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

এতদ্বারা আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে নিম্নে স্বাক্ষীগণের সম্মুখে এই অঙ্গীকারনামা অদ্য ..... খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষর করিলাম।

জামিনদার এর নাম ও স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ঃ

স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা ঃ

১.

২.

৩.